দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 05-2006
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

শিক্ষকদের রাজপথ থেকে শ্রেণীকক্ষে ফিরিয়ে আনতে কার্যকর ব্যবস্থা নিন

দেশে স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার সংখ্যা সব মিলিয়ে প্রায় ৩০ হাজার। ৫ লাখেরও বেশি শিক্ষক-কর্মচারী এগুলোতে কর্মরত আছেন। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১ কোটিরও বেশি। সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক অনেক বেশি ছাত্রছাত্রী পড়ালেখা করে এসব প্রতিষ্ঠানে। সীমাহীন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও শিক্ষার আলোর মূল মশাল বহন করে চলেছেন বেসরকারি শিক্ষকরাই। অথচ এ শিক্ষকরাই যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত ও অবহেলিত। আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের ৩৫টি বছর পার হতে চলেছে। এ দীর্ঘ সময়ে অনেক সরকারের পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু বেসরকারি শিক্ষকদের ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। এ দীর্ঘ সময়ে বেসরকারি শিক্ষকরা নিজেদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, দুই মুঠো ভাত খেয়ে বেঁচে থাকার জন্যে রাজপথে নেমেছেন। মিছিল, বিক্ষোভ, অনশন করেছেন। শিক্ষকদের মিছিলে আবার পুলিশ লেলিয়ে দেয়া হয়েছে। অপমান করা হয়েছে। এটা নিশ্চয়ই অশুভ লক্ষণ। দার্শনিক বারট্রান্ড রাসেল বলেছেন: 'Teachers are the guardians of the modern civilization.' অর্থাৎ শিক্ষকরাই আধুনিক সমাজের ধারক-বাহক বা অভিভাবক। আজ সেই অভিভাবকরাই বেঁচে থাকার জন্য রাজপথে ঘুরছেন আর অপমানিত হচ্ছেন। বেসরকারি শিক্ষকদের ঘর ভাড়া দেয়া হয় ১০০ টাকা, যা কোনো দেশে কোনো কালে ছিল না বা এখনও নেই। সরকারের পিওন-পেয়াদা, ঝাড় দার প্রত্যেকের বছরে ১টি ইনক্রিমেন্ট আছে। কিন্তু বেসরকারি শিক্ষকদের সারাজীবনে ইনক্রিমেন্ট ১টি। নতুন জাতীয় বেতন স্কেলে বেসরকারি শিক্ষকদের মূল বেতনের ৯০ ভাগ দেয়া হলেও মেডিক্যাল ভাতা দেয়া হয় ১৯৯১ সালের স্কেল অনুযায়ী তাও মাত্র ১৫০ টাকা। তাই আজ শিক্ষকেরা বাধ্য হয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছেড়ে আন্দোলনে নেমেছেন। লেখাপড়া বন্ধ আছে ১ কোটিরও বেশি ছাত্র-ছাত্রীর। সামনে দ্বিতীয় সামরিক পরীক্ষা। ১ কোটি ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে আজ ১ কোটি অভিভাবক চিন্তিত। তাই সংশ্লিষ্ট মহলের কাছে অনুরোধ— শিক্ষকদের মর্যাদার সঙ্গে শ্রেণীকক্ষে ফিরিয়ে নেয়ার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

সফিকুল ইসলাম খান,
উপজেলা পরিষদ রোড, মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল।